



97501 - যারা কমউনিস্টি শাসন এর অধীনে বসবাস করত, নামায-রোজা কি জিনিসি জানত না; তাদের উপর কিকাযা আছে?

প্রশ্ন

আমি বুলগেরিয়ার অধিবাসী একজন মুসলমি নারী। আমরা কমউনিস্টি শাসনাধীনে ছলাম। ইসলাম সম্পর্কে কিছুই জানতাম না। বরং ইসলামের অনেকে ইবাদত পালন আমাদের জন্য নিষিদ্ধ ছিল। আমি ২০ বছর বয়স পর্যন্ত ইসলাম সম্পর্কে কিছুই জানতাম না। এরপর আমি শরয়ি বিধিবিধান মানতে শুরু করলাম। আমার প্রশ্ন হচ্ছে- আমাকে কি ইতিপূর্বের অনাদায় নামায ও রোজাগুলো কাযা করতে হবে? আল্লাহ আপনাদেরকে উত্তম প্রতদিন দনি।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

আমরা আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করছি যিনি আপনাদেরকে অত্যাচারী কমউনিস্টি শাসন থেকে মুক্ত করছেন। দীর্ঘ চল্লিশ বছর এই শাসন মুসলমানদের উপর নপীড়ন চালিয়ে আসছিল। এ সময়কালে তারা মসজিদগুলো ধ্বংস করছে। কোন কোন মসজিদকে জাদুঘরে পরিণত করছে। ইসলামী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর উপর আধিপত্য বিস্তার করছে। মুসলমানদের নামগুলো পর্যন্ত পরিবর্তন করে দিয়েছে, ইসলামী পরিচিতি নির্মূল করে ফেলেছে।

কিন্তু... আল্লাহ তাআলা তাঁর আলোককে পরিপূর্ণ করাই ছাড়লেন; যদিও কাফরেরো সটোকো অপছন্দ করুক না কেন?

সহে দুর্দান্ত প্রতাপশালী কমউনিস্টি শাসন তার সকল দম্ভ ও অহংকার সহ ১৯৮৯ সালে ভেঙে পড়েছে। এ শাসনের পতনের ফলে মুসলমানরো অত্যন্ত খুশি হয়েছে। তারা পুরাতন মসজিদগুলো পুনর্নির্মাণ ও সংস্কার করার উদ্যোগ নিয়েছে। তাদের শিশুদেরকে কুরআন শিক্ষা দয়া শুরু করেছে। রাস্তাঘাটে আবার হযিব পরিহিতা নারী দেখা দয়া শুরু হয়েছে। আমরা আল্লাহর কাছে দুআ করছি তিনি যেন মুসলমানদেরকে তাদের ধর্মের দিকে সুন্দরভাবে ফিরিয়ে দেন। তাদেরকে বজিয় দান করেন, গৌরবময় করেন এবং তার শত্রুদেরকে অপদস্থ করেন।

দুই:



বুলগেরিয়ার মুসলমানদের একটি প্রজন্ম কমউনিস্ট শাসনাধীনে বড় হয়েছে। যারা ইসলাম সম্পর্কে কিছুই জানে না; তবে তারা মুসলমান। কমউনিস্ট শাসনাধীনে থেকে তারা ইসলামী শিক্ষা অর্জন করতে পারেনি। কমউনিস্ট শাসকরা কুরআন ও ইসলামী বই-পুস্তক বুলগেরিয়াতে প্রবেশে করার উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করছিলি। এরা যারা ইসলামী হুকুম আহকাম, ইবাদত ও ফরজ আমলগুলো সম্পর্কে কিছুই জানত না তাদের উপর এ সকল ইবাদতের কোন কিছু কায্য করতে হবে না। কারণ কোন মুসলমান যদি শরয়ী জ্ঞান অর্জন করতে না পারে, তার কাছে শরয়িতের বিধিবিধানের খবর না পৌঁছে তাকে এ ইবাদতগুলোর কোনটুকি কায্য করতে হয় না। দলিলি হচ্ছে আল্লাহ তাআলার বাণী: “আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যাতীত কোন কাজেরে ভার দেনে না।”[সূরা বাকারা, আয়াত: ২৮৬]

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেন:

মুসলমানদের মধ্যে এ নিয়ে কোন মতানকৈষ নেই যে ব্যক্তি দারুল কুফরে বাস করে, ঈমান আনার পর সে যদি হিজিরত করতে অক্ষম হয় তাহলে সে যে অনুশাসনগুলো পালন করতে অক্ষম সেগুলো পালন করা তার উপর অবধারতি হবে না। বরং যে আমলগুলো তার সাধ্যের মধ্যে রয়েছে সেগুলো পালন করা তার উপর আবশ্যিক হবে। অনুরূপভাবে সে ব্যক্তি যে বিধানগুলো জানে না সেগুলোও পালন করা তার উপর আবশ্যিক হবে না। সে যদি না জানে যে, তার উপর নামায ফরজ এবং একটা সময় পর্যন্ত নামায না পড়ে তাহলে আলমেদের প্রসিদ্ধ মতানুযায়ী সে সময়ের নামাযগুলো তাকে কায্য করতে হবে না। এটি ইমাম আবু হানফি ও জাহরী মাযহাবের অভিমিত এবং ইমাম আহমাদদের দুইটি অভিমিতের একটি। অন্যান্য ফরজ ইবাদত যমেন-রমজানের রোজা, যাকাত আদায় ইত্যাদির ক্ষেত্রেও একই হুকুম। যদি সে ব্যক্তি মদ যে হারাম তা না জনে মদ পান করে ফলে আলমেগণের সর্বসম্মতিক্রমে তার উপর শাস্তি কায়েম করা হবে না। তবে নামায কায্য করার ব্যাপারে আলমেগণ মতানকৈষ করছেন।

পূর্ববোক্ত মাসয়ালার ভিত্তি হচ্ছে- যে ব্যক্তি কোন অনুশাসন বা বিধান জানে না তার উপরও কিসে বিধানের ভার অর্পতি হবে; নাকি না জানলে তার উপর সে বিধানের ভার অর্পতি হবে না?

এ মাসয়ালায় সঠিকি অভিমিত হচ্ছে- সংশ্লিষ্ট মাসয়ালার জ্ঞান অর্জনের সুযোগ না থাকলে সে বিধানের ভার তার উপর অর্পতি হবে না। সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত কোন ব্যক্তি জানতে পারবে না যে, এটি তার উপর ফরজ ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে সে বিধান কায্য করতে হবে না। সহহি হাদিসে সাব্যস্ত হয়েছে যে, সাহাবায়েরে মধ্যে কড়ে কড়ে সুবহে সাদকি হয়ে যাওয়ার পরেও সাদা সুতা থেকে কালো সুতা পার্থক্য করতে না পারার পূর্ব পর্যন্ত পানাহার করছেন; কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে রোজা কায্য করার নির্দেশে দেননি। তাদের মধ্যে কড়ে কড়ে কিছু সময় জুবুবি (গুরু অপবিত্রতা) অবস্থায় কাটয়িছেন; নামায আদায় করেননি। তায়াম্মুম করে যে, নামায আদায় করা যায় সটো তারা জানতেন না। যমেনটি ঘটছে- আবু যার (রাঃ), উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) ও আম্মার (রাঃ) এর ব্যাপারে। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের কাউকে নামায কায্য করার নির্দেশে দেননি।



এ ব্যাপারেও কোন সন্দেহে নই যে, বাইতুল মক্কাদ্দাস এর বদলে কাবাকে কবিলা নির্ধারণের সংবাদ পৌঁছার পূর্ব পর্যন্ত মক্কাততে ও মরুভূমিতে একদল মুসলমান বাইতুল মক্কাদ্দাস এর দিকে ফিরে নামায আদায় করছিলেন; কিন্তু তাদেরকে সে নামাযগুলো কাযা করার আদেশে দয়া হয়নি। এ ধরণে আরও অনেকে উদাহরণ রয়েছে। এ মতটি সলফে সালহেনি ও জমহুর আলমে যে নীতিটির উপর নির্ভর করলে তার সাথে সঙ্গতপূর্ণ; সে নীতিটি হচ্ছে- “আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যেরে বাইরে ভার আরোপ করেন না” সুতরাং কোন ইবাদত ফরজ হওয়া সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সাধ্য ও ক্ষমতার সাথে সম্পৃক্ত। কোন নির্দেশে পরিত্যাগ বা নষিধে লিপ্ত হওয়ার কারণে শাস্তি দয়া হব হুজ্জত কায়মে হওয়ার পর অর্থাৎ সুস্পষ্টভাবে অবহতি করণের পর। [মাজমুউল ফাতাওয়া (১৯/২২৫)]

পূর্ববক্ত আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায়, আপনারা যে ইবাদতগুলো ফরজ হওয়া সম্পর্কে অবহতি ছিলেন না সেগুলো কাযা আদায় করা আপনাদের উপর আবশ্যিক নয়।

আপনাদের জন্য উপদেশে হচ্ছে- শরয়ি জ্ঞান অর্জনে মনোনবিশে করুন; দ্বীনী বিষয়ে প্রজ্ঞা অর্জন করুন। ইসলাম সম্পর্কে জানা ও মানার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করুন। একটি মুসলিম প্রজন্ম গড়ে তুলুন; যাত সাধারণভাবে মুসলমানরো যসেব চ্যালএঞ্জেরে সম্মুখীন হচ্ছে বশিষেতঃ আপনাদের দেশে যে চ্যালএঞ্জগুলোর সম্মুখীন হচ্ছে তারা সেগুলো মোকাবিলা করতে পারে।

আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি তিনি যেনে, ইসলাম ও মুসলমানদের মর্যাদাকে সম্মুন্নত করেন।

আল্লাহই ভাল জানেন।